সংবাদ প্রভাকর

১১ ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৪

আমরা জনরবে শ্রবণ করত অত্যন্ত ক্ষুব্দ হইলাম, এই আক্ষেপ কোথায় নিক্ষেপ করি তাহার স্থল দেখিতে পাই না, আমরদিগের শুভদৃষ্টি এককালে নিকৃষ্ট ও আকৃষ্ট হইয়াছে, এইক্ষণে কেবল অদৃষ্টের অপকৃষ্ট ফল সম্ভোগ করিয়া মনস্তাপে কাল-যাপন করিতে হইবেক।...

এই স্থলে হিন্দু কলেজ এই শব্দটি উল্লেখ করিয়াই চতূর্দ্দিগ শূন্য দেখিতেছি,... এই কলেজের (শাখা) যাহা হ্যার সাহেবের স্কুল বলিয়া বিখ্যাত, পূর্বেই সেই শাখায় দুটো পোকা ধরিয়া প্রশাখা ও পল্লব পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছে, তাহার একটী পোকা ঈশুর খোকা, একটী পোকা মহম্মদের খোকা। উক্ত পোকা কি প্রকারে কোথা হইতে আইল তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা বোকা হইয়াছি, মনের ধোঁকা কিছুতেই নিবারণ হয়না।...

এতন্নগরের সর্ব্বত্র এমত জনরব হইয়াছে, যে, নেপালদেশীয় একটী বেশ্যানন্দন অধ্যয়নার্থে হিন্দু কলেজে নিযুক্ত হইয়াছে, কি আক্ষেপ! যবন ও খ্রীষ্টান এই দুই দোষ ছিল, এই ক্ষণে বেশ্যা পুত্র আসিয়া ত্রিদোষ প্রাপ্ত করাইল। আর বড় অপেক্ষা নাই, ত্র্যহস্পর্শ হইয়াছে, ইহার পর মঘা, এড়াবি ক ঘা যাহা হউক নাগরিক হিন্দু বালিকাবৃন্দের ইংরাজী শিক্ষার যে এক প্রধান স্থান ছিল সম্প্রতি সে স্থানের অগ্রে আদ্য বর্ণের সংযোগ হইল,...আমরা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম অনেক ধনি লোকেরা অবিলম্বেই হিন্দু কলেজ হইতে আপনাপন সন্তানদিগকে ছাড়াইয়া অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন, (পৃ ২-৩)

সংবাদ প্রভাকর

ইংরেজি ২৬ ফেব্রুআরি ১৮৫৩ সাল,

হিন্দু কালেজে যবনাদি নানা বর্ণের বালকবৃন্দ নিযুক্ত হইবার অন্যায় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হওনের সংবাদ যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহা কি সত্য হইল? হিন্দু মণ্ডলী তাহাতে কোন কথার উল্লেখ করিলেন না। কি আশ্চর্য্য! কি পরিতাপ! যাঁহাদিগের ধন দ্বারা হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাঁহারা কোথায়। (পৃ ২)

সংবাদ প্রভাকর

১২ পৌষ শকাব্দাঃ ১৭৭৪

আইন বিষয়ের উপদেশ দিবার নিয়ম পুনর্ব্বার হিন্দুকালেজে স্থাপিত হওয়াতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে হিন্দুরা আইন শিক্ষা বিষয়ে অতি সুযোগ্য বটেন, পরিশে যে মান্যবর সাহেব ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিলেন যে তোমরা স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে বিহিত মনোযোগ হইবে তাহা না হইলে তোমারদিগের ইংরাজী শিক্ষা কোন কার্য্যের হইবেক না। শিক্ষাসমাধিপতি মহামতি মেং কালবিলি সাহেবের এই উক্তি পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষার সুনিয়ম হয় না, এই কথা এই প্রভাকর পত্রে আমরা কতবার লিখিয়াছি তাহার সংখ্যা করিতে পারিনা, আমারদিগের সমূদয় আক্ষেপ উক্তি ভস্মে ঘতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছে,পূর্ব্বে যদিও কালেজের কোন ২ ছাত্র বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম রচনাদি করিতে পারিতেন তাঁহারদিগের কোন ২ ছাত্রের রচনা আমরা এই প্রভাকরে অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া তাঁহাদেরদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছি। কিন্তু এইক্ষণে আর কোন ছাত্রকে

বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন প্রকার প্রবন্ধ রচনা করিতে দেখা যায় না, যদিও কদাচিৎ কেহ করেন তাহা আবার উত্তম হয় না, অধুনা বরং হুগলি ও কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্রেরা অতি মনোযোগি হইয়া বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহারদিগের লিখিত অনেক পত্র প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন পত্রে প্রকাশ হইয়া থাকে, অতএব হিন্দুকালেজ যখন প্রধান বিদ্যালয় বলিয়া গণ্য, তখন অনুশীলন কল্পে তত্রস্থ ছাত্রদিগের প্রধানত্ব সম্পাদনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। (পৃ ২)